দৈনিক বাংলা

55

তারিখ 20 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দেড়শ টাকা!

পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে প্রথম আগাম দিতে হবে দেড়শ টাকা। ফরম-এর জন্য একশ এবং বিভাগীয় ম্যাগাজিনের জন্য ৫০ টাকা। ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ফরমান। ৩ টাকা না দিলে ফরম দেয়া হবে না অর্থাৎ পরীক্ষা দেয়া হবে না এম এ প্রথম পর্বের ছাত্রছাত্রীদের। তাদের পরীক্ষা শুরু ২৩ জুলাই। অবৈধ এ দাবির কোন বৈধতা নেই।

মনে হয় পরীক্ষার ফি নিয়ে এ ঝামেলার আর শেষ নেই। এ বাড়তি টাকা দেবার ঐতিহ্য বহাল থাকবে পল্লীগ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত। গ্রাম-গ্রামান্তরের স্কুল-কলেজে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফি নিয়ে অভিযোগ করে কোন লাভ হয় না। কোন স্কুল-কলেজই বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত 'ফি' গ্রহণ করে না। খেলাধুলা না হলেও খেলাধুলার ফি, ম্যাগাজিন না বের হলেও সে জন্য টাকা। সারা বছর কোন উৎসব না হলেও উৎসব ফি দিতে হবে। দিতে হবে কোচিং না নিলেও কোচিং ফি। এরপর আছে শিক্ষকদের খাতা আনা-নেয়ার খরচ, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচ। সকল খরচই বহন করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের।

এরপর আছে পরীক্ষার কেন্দ্র ফি। বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ফি নির্ধারিত আছে। সেই 'ফি'তে হবে না। কারণ কেন্দ্রে অনেক খরচ আছে। কেন্দ্রে গণ্যমান্য সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তিরা আসেন তাদের আপ্যায়ন করতে হয়। সরকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আসেন—আসেন শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। এদের সকলকে আপ্যায়ন করতে হয়। কাউকে দৈনিক ভাতা দিতে হয়। কারো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এ খরচও বহন করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় এক দফায় টাকা দিতে হয়। আবার প্রবেশপত্র আনার সময় দিতে হবে আর একটি বড় অংকের টাকা। এটা বাধ্যতামূলক। তবে এর কোন রসিদ নেই।

এক সময় ধারণা করা হয়েছিল এ রোগ বোধহয় একমাত্র মফস্বলে অর্থাৎ গ্রাম-গ্রামান্তরের স্কুল-কলেজে। এখন দেখা যাচ্ছে শহরের স্কুল-কলেজও এ ব্যাপারে কম যায় না এদের বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দফতরে যাওয়া-আসা মফস্বলের শিক্ষকদের মত ব্যয়বহুল না হলেও তারাও এ বাবত ফি ধরেন এবং টাকা আদায় করেন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে।

সম্প্রতি ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এ ব্যাপারে আর এক দফা এগিয়ে গেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে এমএ প্রথম পর্বের ফরম পূরণ করা হচ্ছে। শর্ত হচ্ছে ফরম নিতে হলে প্রথমে ফরমের জন্য একশ টাকা এবং ম্যাগাজিনের জন্য ৫০ টাকা জমা দিতে হবে। কেন দিতে হবে? কোন্ নিয়মে? তার কোন সদুত্তর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষ দেয়নি। পুরান ঢাকার এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটির বিভাগীয় প্রধানদের সাফ বক্তব্য টাকা না দিলে ফরম নেই। অর্থাৎ পরীক্ষা নেই।

নির্দেশটি বৈধ বা বাঞ্ছনীয় নয় তা বলাইবাহুল্য। এ ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিটি কলেজেই ঘটছে বছরের পর বছর তাও কারো অজানা নয়। এ নিয়ে লেখালেখিহচ্ছে— তাতেও কিছু হচ্ছে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কি কিছুই করার নেই?